অনৈতিক লেনদেন আইন-২০২৫

(2025 সনের 6 নং আইন)

11
Test Part

1
Test Chapter

অনৈতিক লেনদেন প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৫

📜 **ধারা ১: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও কার্যকারিতা**
এই আইন "অনৈতিক লেনদেন প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে এবং বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

📜 **ধারা ২: সংজ্ঞা**
এই আইনে ব্যবহৃত শব্দ ও পদবাচ্যর সংজ্ঞা যেমন:
"অনৈতিক লেনদেন" বলতে বোঝাবে – ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, প্রভাব বিস্তার করে সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি।
"কর্তৃপক্ষ" বলতে বোঝাবে – সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থা।
"সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" বলতে বোঝাবে – যিনি বা যারা অনৈতিক লেনদেনে জড়িত।

📜 **ধারা ৩: অনৈতিক লেনদেনের শ্রেণিবিন্যাস**
এই ধারায় অনৈতিক লেনদেনকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে যেমন:
আর্থিক লেনদেন
প্রভাব বিস্তারমূলক সুপারিশ
সুবিধাভোগের জন্য তথ্য গোপন
রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাব ব্যবহার

📜 **ধারা ৪: অনৈতিক লেনদেন নিষিদ্ধকরণ**
এই ধারায় উল্লেখ থাকবে যে, যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনৈতিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

📜 **ধারা ৫: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায় ও কর্তব্য**
সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মকর্তাদের অনৈতিক লেনদেন প্রতিরোধে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এই ধারায় দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার শর্তাবলি উল্লেখ থাকবে।

📜 **ধারা ৬: অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি**
এই ধারায় সাধারণ নাগরিক কিভাবে অনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন, তার পদ্ধতি বর্ণনা থাকবে।

📜 **ধারা ৭: তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম**
অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে, তা এখানে নির্ধারণ করা হবে।

📜 **ধারা ৮: শাস্তির বিধান**

অপরাধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থদণ্ড, জেল বা চাকরিচ্যুতি।

📜 **ধারা ৯: সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তথ্য উপস্থাপন**

এই ধারায় কিভাবে প্রমাণাদি সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হবে, তার নিয়মাবলি উল্লেখ থাকবে।

📜 **ধারা ১০: মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা**

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করবে, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

📜 **ধারা ১১: অভিযোগকারীর সুরক্ষা**

অভিযোগকারীকে কোনো ধরনের হয়রানি বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য সুরক্ষা বিধান থাকবে।

📜 **ধারা ১২: সরকারের নির্দেশনা ও বিধিমালা প্রণয়ন ক্ষমতা**

সরকার প্রয়োজনে এই আইনের বাস্তবায়নের জন্য বিধি বা নির্দেশনা জারি করতে পারবে।

📜 **ধারা ১৩: আইনবিরোধী অন্যান্য কার্যক্রম বাতিল**

এই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যেকোনো সরকারি আদেশ বা বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে।

📜 **ধারা ১৪: রক্ষণাবেক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান**

প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছর অনৈতিক লেনদেন প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

📜 **ধারা ১৫: কার্যকর হওয়ার তারিখ**

এই আইন গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে, যদি না সরকার ভিন্ন কোনো তারিখ নির্ধারণ করে।